আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফজলুর রহমান আর নেই

আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রী কলেজ এর প্রতিষ্ঠাকালিন শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম সহকারি অধ্যাপক(রাষ্ট্র বিজ্ঞান), মো: ফজলুর রহমান, ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)

গতকাল শুক্রবার রাত ২ টার সময় আলমডাঙ্গা চাতাল মোড়ের নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। তার পারিবারিক সুত্রে জানাগেছে, ফজলুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে ডাইবেটিকসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার একমাত্র সন্তান প্রায় এক বছর তার বিছানাগত পিতার দেখাশোনা করেছে।

গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মা আলমডাঙ্গা দারুসসালাম ঈদগাঁ মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাসক উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, সহকারি অধ্যাপক কামাল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, হারদী এম এস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক ইদ্রিস আলী খান, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু,প্রভাসক একেএম গোলাম সরওযার, সিনিয়র প্রভাসক মো: বজলুর রশিদ, হুমায়ূন কবির, শরিফুল ইসলাম, আব্দুল খালেক, কামাল হোসেন,শামসুল আলম, জামিল হাসান প্রমুখ। জানাজার নামাজ পড়ান মওলানা মাহাদী ইসলাম।জানাজা শেষে দারুসসালাম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে অপসারণের

দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবর ও অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন দুজন শিক্ষক ও এলাকাবাসী। তবে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সাজেদুর রহমান বুলুর বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সিনিয়র শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল আলম।

স্থানীয় এলাকাবাসীর ব্যানারে গতকাল মঙ্গলবার ১১ টার সময় মেহেরপুর— কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

পৌর বিএনপির নেতা শাজাহান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কলেজের আরেক শিক্ষক সহকারি অধ্যাপক সাজেদুর রহমান বুলু বলেন, ঐতিহ্যবাহী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং সভাপতি করার জন্য এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষীত ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুনীর্তিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবীকে পাশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে গভর্নিং বডির এডহক কমিটির গঠনের লক্ষ্যে বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যুৎসাহী সদস্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর সুপারিশ পাঠান। বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এ সময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা ইনামুল হকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী বলেন, শিক্ষক সাজেদুর রহমান বুলু কখনো ক্লাস নেননা। কলেজের শৃ্◌ৃ্খলা মেনে চলেন না। তাকে ক্লাস নেওয়াসহ কলেজের শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হলে তিনি নানা ধরণের হুমকি দিয়ে আসছিলেন বহুদিন ধরে। তিনি কলেজে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাসায় গিয়ে প্রাইভেট পড়ান।
দুনীর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি বিধি মোতাবেক জেলা

প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সাতজনের নিয়োগ পক্রিয়া সম্পন্ন করেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন ব্যত্যয় হয়নি। প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়া নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে চ্যালেঞ্জের আহবান করছি।

এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, সহকারী অধ্যাপক সাজেদুর রহমান ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক হলেও ওই শাখাতে একজন শিক্ষার্থীও তিনি ভর্তি করান না। তিনি এলাকায় সুবিধাবাধি শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন এমপি থাকাকালীন সময়ে কলেজ সরকারি করণের জন্য মকবুলের নামে ৩ লাখ টাকা কলেজে থেকে নেন এবং এখনো ফেরৎ দেননি এমনকি এখনো পর্যন্ত কলেজ সরকারিকরণ হয়নি। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে বুলু সেই দলের ছাতি ধরে নিজেকে মাফিয়া হিসেবে তৈরি করেন। কলেজে ক্লাস না নিলেও তিনি বাড়িতে শত শত শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। তার বিরুদ্ধে প্রাইভেট পড়তে আসা ছাত্রীরাও নানা সময়ে অশ্লিল আচরণের অভিযোগ তোলেন।

অধ্যক্ষ খোরশেদ ও সভাপতি জাফরকে দূর্ণীতিবাজ আখ্যা দিয়ে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনিময়মতান্ত্রিক উপায়ে গভর্নিং বডির এডহক কমিটিতে বিতর্কিত বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি মনোনীত করার জেরে ফুঁসে উঠেছে এলাকাবাসি।

এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবরকে টিনচোর ও দূর্ণীতিবাজ আখ্যা দিয়ে তাকে কমিটি থেকে বহিস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এনিয়ে গতকাল সোমবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের প্রধান গেটে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন তারা।

একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়,গাংনীর শির্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য

ব্যক্তিবর্গ এলাকা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাকের নাম প্রস্তাব করেন। দূর্ণীতিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবিকে পাঁশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে সম্প্রতি গভর্নিং বডির এডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যেুাৎসাহি সদস্য নিয়োগ দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এনিয়ে গত রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর বিএনপি নেতা শাহাজাহান সেলিম, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা জামাল উদ্দীন ও পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনিসহ বিএনপি নেতাকমীর্রা মহিলা কলেজে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। এবং বিতর্কিত এডহক কমিটি বাতিলের দাবী জানান।

তারা বলেন, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গোপনে কমিটি গঠন করার জন্য শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

এদিকে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বহিস্কারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতাকর্মীরা তার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। এসময় অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজ থেকে পালিয়ে যান বলে জানান বিক্ষুব্ধরা।

এদিকে আজকের মানববন্ধন থেকে দূর্ণীতিবাজ সভাপতি জাফর আকবর ও নিয়োগে অর্থবাণিজ্যকারী অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগই পারে মহিলা ডিগ্রি কলেজের লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে, গাংনী মহিলা কলেজের দূর্ণীতিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগ চাই দাবি করবে মানববন্ধনকারীরা।

একটি গোপন সূত্রে জানা গেছে, কলেজের ভাইস প্রিন্সীপালের পদটি শূন্য হয়েছে। এই পদটিতে নিয়োগ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী তার অনুগত ব্যক্তিকে কমিটির সভাপতি করতেই গোপনে শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অ্যাডহক কমিটি নিয়ে হট্টগোল, অধ্যক্ষের কক্ষে তালা

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের বহুল আলোচিত-সমালোচিত অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা।

অনিময়মতান্ত্রিক উপায়ে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের গভর্নিং বডির এডহক কমিটিতে বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি মনোনীত করার জেরে অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়া হয়। তবে, এর আগেই কলেজ থেকে পালিয়ে যান অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী।

সম্প্রতি গভর্নিং বডির এডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যেুাৎসাহি সদস্য নিয়োগ দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

এখবর এলাকায় প্রচার হলে আজ রোববার দুপুরে বিএনপি নেতা শাহাজাহান সেলিম, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা জামাল উদ্দীন ও পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনিসহ বিএনপি নেতাকমীর্রা দুপুরের দিকে মহিলা কলেজে গিয়ে প্রতিবাদ জানান।

এ নিয়ে শিক্ষক মিলনায়তনে বিএনপি নেতারা শিক্ষকদের সাথে বসেন। এসময় তারা এই আহবায়ক কমিটি বাতিলের দাবী জানান।

তারা বলেন, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গোপনে কমিটি গঠন করার জন্য শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এসময় বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীরা অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীকে কলেজে প্রবেশের ক্ষেত্রেও হুশিয়ারী দেন নেতাকমীর্রা।

নেতাকর্মীরা জানান, জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও গাংনী উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু’ র সমন্বয়ে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সভাপতি মনোনীত করা হবে।

তাদের মনোনীত ব্যক্তিই সভাপতি হবেন।

প্রতিবাদকারীরা জানান, জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু এই তিন জন মিলে যাকে সভাপতি মনোনীত করবেন তাকে সভাপতি করতে হবে।

তবে,কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী জানান, কমিটির বিষয়ে আমার কোন হস্তক্ষেপ নেই। বিএনপি পন্থী শিক্ষকরা জাফর আকবর, সাহাব উদ্দীন ও গোলাম কিবরিয়ার নাম প্রস্তাব করেন। সেভাবেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নাম পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে আজ সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার অফিস কক্ষে জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও বিএনপ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে শোক দিবসের আলোচনা সভা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৪৮তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে জাতীয় ও শোক দিবসের পতাকা উত্তোলন এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১০ টার সময় গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এমএএস ইমন, শোক দিবসের পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী।

পরে কলেজের হলরুমে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এমএএস ইমন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী। এসমসয় কলেজের অন্যান্য শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

মায়েদের হাতের অনেক পিঠা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবছর পিঠা উসবের আয়োজন করা হলে নতুন প্রজন্ম দেশি পিঠায় পরিচিত হতে পারবে।

কলেজ শিক্ষিকা নিলুফার চৌধুরী জানান, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শীতকালে নানা ধরণের পিঠাপুলি তৈরী হয় প্রতিটি বাড়িতে। বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। পিঠা উৎসবের আয়োজন এটি লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পিঠা উৎসবে আসা অতিথি গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ অব্দুর রাজ্জাক জানান, অনেক পিঠার সাথেই আমাদের পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পিঠার নাম জানা থাকলেও স্বাদ মনে নেই। আজকের এই পিঠা উৎসবে অনেক পিঠা খেয়ে ছোট বেলার অনেক স্মৃতিই মন করিয়ে দেয়। এভাবে শীতভর পিঠা উৎসব হোক গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক বাংলা বিভাগ রমজান আলী জানান, ছোট বেলায় মায়েরদের হাতের পিঠা পুলির স্বাদে সময় কাটতো। শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিঠাপুলি তৈরী করা হতো। জামাই আদর ও আত্নীয়তাও করা হতো মুখরোচক ও বাহারী পিঠা দিয়ে। এমন পিঠা উৎসব প্রতিবছরই করা হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ খোরশেদ আলম জানান, শীতের শেষের দিকে হলেও আমরা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহি পিঠা নিয়ে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসবে বিলুপ্তি হওয়া সহ নতুন নতুন পিঠা নিয়ে স্টল সাজানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পিঠা খেতে এসেছেন। আমাদের এই উৎসবে যারা এসেছেন তাদের দাবীর পেক্ষিতে প্রতিবছরই এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন হবে। এছাড়াও উৎসবে পিঠা নিয়ে অংশ গ্রহনকারিদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হবে।